প্রথম আলো

0 8 FEB 2026

কারখানা গ্রামে, রপ্তানি ইউরোপ-আমেরিকায়

গ্রামীণ নারীর ভাগ্যবদল

২০১৭ সালে রংপুরের তারাগঞ্জের ঘনিরামপুর গ্রামে শতভাগ রপ্তানিমুখী জুতার কারখানা ব্লিং লেদার গড়ে তোলেন যুক্তরাষ্ট্রফেরত দুই ভাই।

রহিদুল মিয়া, *তারাগঞ্জ, রংপুর*

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের কারখানায় রপ্তানির জুতা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন নারী শ্রমিকেরা। কারখানাটির শ্রমিকের ৮০ শতাংশই গ্রামীণ নারী। সম্প্রতি রংপুরের তারাগঞ্জের ঘনিরামপুর গ্রামে কারখানা থেকে তোলা। ছবি: প্রথম আলো

একসময় দারিদ্র্য ও অভাব ছিল রংপুরের তারাগঞ্জের ঘনিরামপুর গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত হতে এই গ্রামের পুরুষেরা ঘর ছেড়ে যেতেন কাজের খোঁজে। আর নারীরা ছিলেন ঘরের চারদেয়ালে বন্দি। সেই দৃশ্য এখন বদলে গেছে। রাষ্ট্রীয় নানা উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের নানা উদ্যোগে বদলে গেছে মঙ্গাকবলিত একসময়কার রংপুরের মানুষের জীবন।

কয়েক বছর ধরে জেলার তারাগঞ্জের ঘনিরামপুর গ্রামের নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস নামের রপ্তানিমুখী একটি জুতার কারখানা। এই গ্রামের হাজারো নারীর জীবন বদলে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ঘনিরামপুর গ্রামের নারীদের তৈরি জুতা এখন রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়। তাতেই গ্রামের এসব নারীর জীবনযাত্রা বদলাতে শুরু করেছে।

তারাগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মহাসড়কের পাশে ঘনিরামপুর গ্রামে সাড়ে ৯ একর জমির ওপর জুতার এই কারখানা গড়ে তোলেন দুই ভাই মো. হাসানুজ্জামান ও মো. সেলিম। মো. সেলিম এরই মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। কারখানাটিতে দুই ভাই মিলে বিনিয়োগ করেন প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা। উত্তরের জেলা নীলফামারী সদরের বাবুপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। দুই ভাই-ই ছিলেন একসময় প্রবাসী। আশির দশকে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। সেখানে তাঁরা গড়ে তোলেন আবাসন ব্যবসা। সফলও হন। এরপর দেশে বিনিয়োগের চিন্তা করেন। সেই চিন্তা থেকেই ২০০৯ সালে নীলফামারীতে এবং ২০১২ সালে রংপুরের মিঠাপুকুরে স্থাপন করেন হিমাগার। এরপর ২০১৭ সালে তারাগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন রপ্তানিমুখী জুতার কারখানা ব্লিং লেদার। এ কারখানায় ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

দুই ভাইয়ের উদ্যোগে কারখানাটি গড়ে তোলার দশক না পেরোতেই ২০২৩ সালে বড় ভাই মো. সেলিম বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। বর্তমানে হাসানুজ্জামান প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি সরেজমিনে কারখানা পরিদর্শনকালে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও বড় ভাইয়ের ইচ্ছা ছিল দেশে কিছু করবেন। সেই ইচ্ছা থেকে দেশে ব্যবসার পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তাঁরা।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, ব্লিং লেদারের তিনটি ইউনিটে পুরোদমে চলছে জুতা তৈরির কাজ। মেশিন ও সেলাইযন্ত্রের শব্দে পুরো এলাকা মুখর। মেশিনের সঙ্গে সমানতালে চলছে কর্মীদের হাত। কারখানার প্রতিটি সারিতে সুপারভাইজাররা ঘুরে ঘুরে কাজের মান তদারক করছেন। এই কারখানার শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। তাই নারীদের কাজ তদারকির জন্য নারী সুপারভাইজার নিয়োগ দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক কল্যাণ কর্মকর্তা জেসমিন আরা জানান, কারখানার বেশির ভাগ শ্রমিক স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নারী। কারখানাটি গড়ে ওঠার পর এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ বেকারত্ব দূর হয়েছে। শ্রমিকদের বেশির ভাগ নারী হওয়ায় নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

- কারখানাটিতে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা।
- এরই মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩ হাজার মানুষের, যার ৮০ শতাংশই নারী।
- উৎপাদিত জুতা বর্তমানে রপ্তানি হচ্ছে তুরস্ক, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে।

মো. হাসানুজ্জামান, এমডি, ব্লিং লেদার

কারখানার কাটিং ইউনিটের শ্রমিক ভানু রানী বলেন, 'শুরুতে মনে হতো কারখানার কাজ কঠিন হবে; কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই দেখলাম কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গ্রামে বসেই এখন আয় করছি। এই আয় শুধু নিজের জন্য নয়, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি।'

কারখানাটির প্যাকেজিং ইউনিটের শ্রমিক রংপুরের শাহবাজপুর এলাকার বাসিন্দা আদুরি রানী বলেন, 'আগে ঢাকায় কাজ করতাম। সকালে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফিরতাম। যা আয় করতাম, তা বাসাভাড়া আর খাওয়াদাওয়াতেই শেষ। এখন নিজের গ্রামে ফিরে এসেছি। কাজ শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ঘরের কাজও করতে পারি। পরিবারকে সময় দিতে পারি। আয়ের একটা অংশ দিয়ে বাড়িতে গরু-ছাগল পালন শুরু করেছি।'

সরেজমিনে আলাপকালে কারখানাটিতে কর্মরত ঘনিরামপুর গ্রামের শ্রমিক লাভলী বেগম বলেন, 'এই কারখানা হওয়ার আগে ধারদেনা, এনজিওর ঋণ নিয়ে সংসার চালাতে হতো। এরপর প্রথম এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসি, সেখান থেকে কাজ শুরু। এখন ধারদেনা তো করতেই হয় না, বরং প্রতি মাসে কিছু সঞ্চয়ও করছি।'

কারখানা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে অন্তত ৫১০ জন আগে ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতেন। কারখানাটি চালু হওয়ার পর তাঁরা সেসব কাজ ছেড়ে নিজ এলাকায় ফিরে এসেছেন। শুরু থেকে ন্যূনতম মজুরিকাঠামো মেনেই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। নারী শ্রমিকদের জন্য রয়েছে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা। নতুন কর্মীদের নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণকালীন ভাতা প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠছেন।

কারখানাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রতিষ্ঠানটি মূলত সিনথেটিক জুতা উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করছে। বর্তমানে দুটি ইউনিটে পুরোদমে উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। নতুন আরেকটি ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা করছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। রপ্তানি কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের পর দেশের বাজারে জুতা সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি রূপালী ব্যাংকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ব্লিং লেদারের নির্বাহী পরিচালক মো. রেহান বখত জানান, কারখানাটি শতভাগ রপ্তানিমুখী। তারাগঞ্জে উৎপাদিত জুতা বর্তমানে রপ্তানি হচ্ছে পোল্যান্ড, তুরস্ক, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে। গুণগত মান নিশ্চিত করতে এই কারখানায় বিদেশি বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন।

কারখানাটির বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার জোড়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানাটির সম্প্রসারণ হলে ৩৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে, যার ৮০ শতাংশই হবে নারী।

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাসানুজ্জামান বলেন, 'বিদেশে থেকেও গ্রামের মানুষের কথা ভাবতেন আমার ভাই। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সে জন্য গ্রামে এই কারখানা গড়ে তুলেছেন। আমরা কারখানাটিকে আরও বড় করতে চায়। দৈনিক ৫০ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। রপ্তানির পাশাপাশি দেশের বাজারেও ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।'

কালবেলা

0 8 FEB 2026

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করলেই শুল্ক আরোপ

হুমকি ট্রাম্পের

- ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশে ট্রাম্পের সই
- ওমানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার পরই এ হুমকি দেন ট্রাম্প
- যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে শতাধিক দেশ

কালবেলা ডেস্ক ››

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখা দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে একটি নতুন নির্বাহী আদেশে সই করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার জারি করা এ আদেশের মাধ্যমে তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। হোয়াইট হাউস বলছে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা 'বিনষ্টের প্রচেষ্টাকে' কেন্দ্র করে এ কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের নতুন এ আদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো শুল্ক হারের কথা উল্লেখ না করা হলেও ২৫ শতাংশ হারকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে দেশগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইরান থেকে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়, আমদানি বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করবে, সেই দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ওপর এ বাড়তি শুল্ক কার্যকর হতে পারে। যদিও ট্রাম্প শুক্রবার রাতে এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে দেওয়া বক্তব্যে আদেশের বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি, তবে তিনি দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করেন যে, ইরানের হাতে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে দেওয়া যাবে না।

ওমানের রাজধানী মাস্কাটে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শেষ হওয়ার পরপরই ইরানের তেল রপ্তানিতে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি নতুন এ নির্বাহী আদেশ জারি করেন ট্রাম্প। কয়েক সপ্তাহ ধরে দুই দেশের মধ্যে চলমান বাগযুদ্ধ এবং পাল্টাপাল্টি হুমকির পর ওমানের মধ্যস্থতায় এ আলোচনার সূত্রপাত হয়। ওমানে এ আলোচনা গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার পর প্রথম বড় ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ। বৈঠকে ইরানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। ট্রাম্প এরই মধ্যে এ আলোচনাকে 'খুবই ভালো' বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন, ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে খুব আগ্রহী। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, চুক্তি না হলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত কঠোর। আগামী সপ্তাহের শুরুতে আবারও বৈঠকের কথা রয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য এর আগে চলতি বছরের শুরুতেই নিজের স্যোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত ১২ জানুয়ারি তিনি লিখেছিলেন, এমন যে কোনো দেশ, যারা ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করছে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। তবে বিষয়টি কীভাবে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে বিস্তারিত তথ্য ছিল না, যা শুক্রবারের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল।

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে সই করার পদক্ষেপকে ইরানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান 'জাতীয় জরুরি অবস্থা'র অংশ হিসেবে উল্লেখ করে হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানকে তার পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন, সন্ত্রাসবাদে সমর্থন, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করছেন প্রেসিডেন্ট। এসব কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও মিত্রদের জন্য হুমকি। তবে পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে প্রেসিডেন্ট চাইলে এ আদেশে সংশোধন আনতে পারেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে শুক্রবারই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইরানের অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ১৫টি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইরান অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তেহরান বরাবরই দাবি করে আসছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না।

২০১৮ সালে ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন এবং ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বর্তমানে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও বিশ্বের প্রায় ১০০টির বেশি দেশ ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ইরানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হলো চীন। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, বেইজিং ইরান থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য কিনেছে। চীনের পরেই রয়েছে ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্ক। তুরস্কের সঙ্গে ইরানের রপ্তানি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

Fresh Ctg port strike call draws business outcry

0 8 FEB 2026

The Financial Express

Trade loss already crosses Tk 30b in six days' deadlock

Euro-Cham airs concern over shipment disruption, joins voices with traders in urging govt to break stalemate

Shiploads of cargos stuck at sea, docks in nagging container congestion at prime seaport

FE REPORT

Crisis in Chittagong port for protests against terminal lease to foreign operators deepens with planned strike resumption today that will aggravate the severe container congestion already caused by six days' strike by workers and employees.

Shiploads of cargos stayed stuck at sea and docks in a nagging container congestion at prime seaport, triggering an outcry from loss-incurring businesses.

Expressing grave concern, employers and apparel sector trade bodies, sought Chief Adviser's interference to resolve the stalemate at Chattogram port and sustain economic stability ahead of national election.

Bangladesh Employers' Federation (BEF), Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) in a joint open letter to the Chief Adviser Prof Mohammad Yunus on Saturday made the appeal.

Meanwhile, Euro-Cham aired concern over shipment disruption and joined voices with traders in urging the government to break the stalemate.

The export shipments have experienced schedule disruptions amid the deadlock. Export-shipment schedules have been thrown off due to the late arrival of containers at the port. Besides, the losses in financial terms have crossed an estimated amount of Tk 30 billion for the last six days of strike, which will swell as the indefinite strike resumes today (Sunday) as a two-day ultimatum with a weekend break for cancelling the agreed deal ends with no outcome so far.

After six consecutive days of disruption at the Chittagong port, workers and employees on Thursday suspended their work -abstention programme for two days on Friday and Saturday. But, labour leaders declared indefinite strike resumption from Sunday (February 8) again as the government did not step back from the New Mooring Container Terminal (NCT) lease.

According to the ex-directors of Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI) thousands of import and export containers have remained stuck at the port and at Inland Container Depots (ICDs) due to the work stoppage. Importers are now facing storage charges ranging from Tk 10,000 to Tk 100,000 per day. At the same time, exporters who missed shipment schedules are being forced to consider air shipment to avoid order cancellations, which are significantly increasing their costs.

Shipping companies are paying demurrage of Tk 2.5 to Tk 4.0 million per day, while each transport agent is incurring demurrage costs of Tk 5,000 to Tk 10,000 per day. The estimated economic damage from the disruption has reached at least Tk 3.0 billion, port users said. Officials at the Chittagong Customs House (CCH) say they have collected less revenue of about Tk 25.0 million in the last six days.

Businessmen, exporters and importers have said that if the work-stoppage programme continues, the congestion of ships and containers will increase at the Chittagong seaport, which will hamper the operational activities and export and import. Leader should be lower and business should be protected."

Chairman of the Bangladesh Ship Handling and Berth Operators Association Sarwar Hossain Sagar says that all additional costs, including demurrage, would ultimately be passed on to consumers.

Sources say before the strike, there were 32,111 containers loaded with imported goods at the Chittagong Port jetty. Now, that number has increased to nearly 40000. On average, 5,000 20-foot unit (TEU) containers of goods are delivered from the port every day. But, due to the strike, the delivery of containers and goods are disrupted.

Besides, before the strike, there were 97 ships waiting at the port with goods. Now, there are 126 ships at the port.

During the work stoppage, a total of 8,861 containers were delivered. This works out to an average of 1,476 containers. If the situation were normal, traders could have received around 30,000 containers of goods during these six days. As a result, the number of import containers at the jetty has been increasing. Not even 10 per cent of these containers were unloaded during the two-day suspension of the strike on Friday and Saturday.

Sources have said that there are more than 5.0 million tonnes of goods in the 126 ships in the waters. This includes consumer goods and industrial raw materials. In addition, 38,459 TEUs of import containers are piled up at the jetty. Meanwhile, around 15,000 TEUs of export containers have been stranded at 19 ICDs.

The goods and containers in the ships waiting to be unloaded at the Chittagong port are worth several thousand crore taka. Besides, more than 15,000 export containers have accumulated in the depot alone. "The value of our goods stuck at the Chittagong port is around 20,000 crore taka. As the strike will start again Sunday, the exporters and importers will face irreparable losses," he said.

After the two-day suspension of the ongoing strike, the workers and employees of Chittagong have announced a fresh indefinite work stoppage at Chittagong Port from Sunday, to protest the

where Coordinator of the Chittagong Bandar Rokkha Sangram Parishad Humayun Kabir read out a written statement.

Announcing the programme, another coordinator of Chittagong Bandar Rokkha Sangram Parishad, Ibrahim Khokon, said the shipping adviser had assured them during a meeting on Thursday that their demands would be addressed, but no steps followed.

Chittagong port handles about 92 percent of the country's total exports. With operations disrupted for six straight days, concerns are growing over heavy losses in the export sector.

Chittagong Port users and business leaders have also warned that prolonged disruption could affect the supply of imported goods ahead of Ramadan, pushing pressure down to the consumer level.

Expressing grave concern over the ongoing disruptions at Chattogram Port, the EuroCham Bangladesh on Saturday urged the authorities to take immediate steps to ensure the full resumption of normal port operations and resolve ongoing disputes through constructive dialogue in a manner that safeguards exports, jobs national economic interests.

The European Union Chamber of Commerce in Bangladesh (EuroCham Bangladesh) said the disruptions due to work stoppage are inflicting mounting economic losses, jeopardising export performance and undermining confidence in Bangladesh's supply-chain reliability.

"EuroCham members and European brands sourcing from Bangladesh are reporting growing concern. With export schedules collapsing, delivery windows are being missed and additional logistics costs are accruing," it said.

In the letter, the employers and apparel sector trade bodies said, "The indefinite strike and call to stop operations at the outer anchorage announced by the Chattogram Port Protection Movement Council' from today (Sunday) has created deep concern in our industry and trade," the letter read.

Terming the worker and employee at the port 'front

Euro-Cham airs concern over shipment disruption, joins voices with traders in urging govt to break stalemate

Shiploads of cargos stuck at sea, docks in nagging container congestion at prime seaport

congestion already caused by six days' strike by workers and employees.

Shiploads of cargos stayed stuck at sea and docks in a nagging container congestion at prime seaport, triggering an outcry from loss-incurring businesses.

Expressing grave concern, employers and apparel sector trade bodies, sought Chief Adviser's interference to resolve the stalemate at Chattogram port and sustain economic stability ahead of national election.

Bangladesh Employers' Federation (BEF), Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) in a joint open letter to the Chief Adviser Prof Mohammad Yunus on Saturday made the appeal.

Meanwhile, Euro-Cham aired concern over shipment disruption and joined voices with traders in urging the government to break the stalemate.

The export shipments have experienced schedule disruptions amid the deadlock. Export-shipment schedules have been thrown off due to the late arrival of containers at the port. Besides, the losses in financial terms have crossed an estimated amount of Tk 30 billion for the last six days of strike, which will swell as the indefinite strike resumes today (Sunday) as a two-day ultimatum with a weekend break for cancelling the agreed deal ends with no outcome so far.

After six consecutive days of disruption at the Chittagong port, workers and employees on Thursday suspended their work -abstention programme for two days on Friday and Saturday. But, labour leaders declared indefinite strike resumption from Sunday (February 8) again as the government did not step back from the New Mooring Container Terminal (NCT) lease.

According to the ex-directors of Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI) thousands of import and export containers have remained stuck at the port and at Inland Container Depots (ICDs) due to the work stoppage. Importers are now facing storage charges ranging from Tk 10,000 to Tk 100,000 per day. At the same time, exporters who missed shipment schedules are being forced to consider air shipment to avoid order cancellations, which are significantly increasing their costs.

Shipping companies are paying demurrage of Tk 2.5 to Tk 4.0 million per day, while each transport agent is incurring demurrage costs of Tk 5,000 to Tk 10,000 per day. The estimated economic damage from the disruption has reached at least Tk 3.0 billion, port users said. Officials at the Chittagong Customs House (CCH) say they have collected less revenue of about Tk 25.0 million in the last six days.

Businessmen, exporters and importers have said that if the work-stoppage programme continues, the congestion of ships and containers will increase at the Chittagong seaport, which will hamper the operational activities and export and import. Leader of the Chittagong Port Berth Operators Association Fazle Ekram Chowdhury said, "Efforts to book workers failed as labourers refused assignments. Employees are observing indefinite strike, halting administrative processes due to unsigned documents, resulting in a complete paralysis of port activities."

Talking to The Financial Express, Managing Director of Sea Com Limited Amirul Haque said, "Trade and business is suffering a lot. The export and import by the country have almost stopped due to the strike. Container congestion will aggravate as operational activities are stopped due to strike. The loss will increase. Business community wants that tariff should be lower and business should be protected."

Chairman of the Bangladesh Ship Handling and Berth Operators Association Sarwar Hossain Sagar says that all additional costs, including demurrage, would ultimately be passed on to consumers.

Sources say before the strike, there were 32,111 containers loaded with imported goods at the Chittagong Port jetty. Now, that number has increased to nearly 40000. On average, 5,000 20-foot unit (TEU) containers of goods are delivered from the port every day. But, due to the strike, the delivery of containers and goods are disrupted.

Besides, before the strike, there were 97 ships waiting at the port with goods. Now, there are 126 ships at the port.

During the work stoppage, a total of 8,861 containers were delivered. This works out to an average of 1,476 containers. If the situation were normal, traders could have received around 30,000 containers of goods during these six days. As a result, the number of import containers at the jetty has been increasing. Not even 10 per cent of these containers were unloaded during the two-day suspension of the strike on Friday and Saturday.

Sources have said that there are more than 5.0 million tonnes of goods in the 126 ships in the waters. This includes consumer goods and industrial raw materials. In addition, 38,459 TEUs of import containers are piled up at the jetty. Meanwhile, around 15,000 TEUs of export containers have been stranded at 19 ICDs.

The goods and containers in the ships waiting to be unloaded at the Chittagong port are worth several thousand crore taka. Besides, more than 15,000 export containers have accumulated in the depot alone. "The value of our goods stuck at the Chittagong port is around 20,000 crore taka. As the strike will start again Sunday, the exporters and importers will face irreparable losses," he said.

After the two-day suspension of the ongoing strike, the workers and employees of Chittagong have announced a fresh indefinite work stoppage at Chittagong Port from Sunday, to protest the proposed leasing of the New Mooring Container Terminal (NCT) to foreign operator DP World and press four other demands.

The programme was announced by the Chittagong Bandar Rokkha Sangram Parishad, which is pressing four demands, chief among them a clear government declaration that NCT will not be leased to DP World.

Other demands include withdrawal of all disciplinary actions taken against protesting workers, assurance that no legal action will be pursued against them, and the removal of the port chairman.

The strike was announced at a press conference at the Chattogram Press Club on Saturday afternoon, where Coordinator of the Chittagong Bandar Rokkha Sangram Parishad Humayun Kabir read out a written statement.

Announcing the programme, another coordinator of Chittagong Bandar Rokkha Sangram Parishad, Ibrahim Khokon, said the shipping adviser had assured them during a meeting on Thursday that their demands would be addressed, but no steps followed.

Chittagong port handles about 92 percent of the country's total exports. With operations disrupted for six straight days, concerns are growing over heavy losses in the export sector.

Chittagong Port users and business leaders have also warned that prolonged disruption could affect the supply of imported goods ahead of Ramadan, pushing pressure down to the consumer level.

Expressing grave concern over the ongoing disruptions at Chattogram Port, the EuroCham Bangladesh on Saturday urged the authorities to take immediate steps to ensure the full resumption of normal port operations and resolve ongoing disputes through constructive dialogue in a manner that safeguards exports, jobs national economic interests.

The European Union Chamber of Commerce in Bangladesh (EuroCham Bangladesh) said the disruptions due to work stoppage are inflicting mounting economic losses, jeopardising export performance and undermining confidence in Bangladesh's supply-chain reliability.

"EuroCham members and European brands sourcing from Bangladesh are reporting growing concern. With export schedules collapsing, delivery windows are being missed and additional logistics costs are accruing," it said.

In the letter, the employers and apparel sector trade bodies said, "The indefinite strike and call to stop operations at the outer anchorage announced by the Chattogram Port Protection Movement Council' from today (Sunday) has created deep concern in our industry and trade," the letter read.

Terming the worker and employee at the port 'front line' of the country's economy, they said it is the demand of time to establish mutual cooperation between all parties including the agitators and port authorities at eth juncture of election for the greater interest of trade, business and economic stability.

They businesses and trade bodies have been holding dialogues and discussion but unfortunately in absence of mutual trust no fruitful solution has yet been made, they noted.

"Currently, the entire port is on the verge of being paralyzed as the agitators have announced to stop berthing and unloading of goods at the outer anchorage of the port," they said.

Munni_fe@yahoo.com

The Business Standard

0 8 FEB 2026.

Japan EPA widely welcomed

Experts flag some challenges

- Bangladesh must follow strict IP rules, including global treaties like PCT
- Strong IP enforcement may weaken pharma and LDC flexibilities
- SMEs in electronics and local assembly could face losses
- Pirated books, software, and materials no longer allowed
- Bangladesh must phase out tariffs on Japanese cars in 12 years
- Subsidies banned in transport, logistics, computer services

- Japanese firms may dominate infrastructure projects without competition
- E-commerce imports from Japan face no customs duties

TBS Insights by IPDC FINANCE

TRADE - BANGLADESH

ABUL KASHEM

Bangladesh's signing of an economic partnership agreement with Japan on Friday has drawn a mixed response from businesses and trade experts, who see both strategic gains and significant long-term risks for the economy as the country approaches graduation from least developed country status.

Business leaders have broadly welcomed the deal, saying it secures continued duty-free access for Bangladeshi garments and several other products in the world's third-largest economy after LDC graduation, a concern that has loomed large for exporters.

They said the agreement includes a trade facilitation chapter, obliging the government to take action to make the business environment more efficient. The agreement also contains detailed provisions on anti-corruption.

Under the EPA, if misdeclaration of imported goods is proven, traders can be fined an amount equivalent to the revenue lost by the government. Experts said this measure could curb arbitrary harassment of businesses.

Meanwhile, the BGMEA in a press statement yesterday said EPA marks a historic milestone in Bangladesh's trade diplomacy.

"The deal ensures duty-free access for Bangladeshi garments and maintains favourable rules of origin, including single-stage processing, allowing garments to enter Japan tariff-free even after Bangladesh graduates from LDC status," the trade body said.

Potential challenges

Trade analysts said that under the agreement, Bangladesh will grant Japan duty-free access for a wide range of products, including garments, fabrics, accessories, motor parts, light engineering goods, chemicals, glass, metals, jewellery and pharmaceuticals. Besides,

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

08 FEB 2026

Bangladesh has committed to gradually eliminating tariffs on Japanese car imports over 12 years.

Mohammad Hafizur Rahman, former director general of the WTO Cell at the Ministry of Commerce and a member of Bangladesh's EPA negotiation team, said an analysis of the agreement revealed potential challenges for several domestic sectors.

He noted that Bangladesh's plastics industry has developed sufficient capacity to meet domestic demand and export abroad, yet Japanese plastic products will now enter the local market duty-free.

Bangladesh has also offered duty-free access for Japanese glass and light engineering products, despite being self-sufficient in glass production and having export-oriented firms in the sector.

He warned that duty-free imports of Japanese light engineering goods could undermine domestic producers that lack comparable scale and technology.

He added that Bangladesh had granted Japan duty-free access for all types of metals and jewellery, even though jewellery is considered a promising and fast-growing sector with export potential.

In pharmaceuticals, Bangladesh exports medicines to many countries, benefiting from flexibilities available to LDCs. However, under the EPA, Japanese medicines and protective devices will enter Bangladesh duty-free, while Japan has not extended reciprocal duty-free access to Bangladeshi leather products, which remain the country's second-largest export after garments.

Intellectual property rights obligations

Under the intellectual property rights chapter, Bangladesh has agreed to accede to several international protocols typically implemented by developed economies.

Among them is the Patent Cooperation Treaty (PCT), which allows companies to seek patent protection in multiple countries through a single application. A PCT application has the same legal effect as filing separate patent applications in each contracting state, and the treaty currently has 158 members.

If Bangladesh delays its LDC graduation by three years while being compelled to implement these agreements under the EPA, he warned, the country could lose LDC-related benefits despite formally retaining LDC status.

Before graduation, Bangladesh has benefited from a large market for imitation products. Electronic products copied from Japanese brands are often manufactured locally, involving small and medium enterprises that generate employment and allow consumers access to modern products at lower prices.

Strict enforcement of intellectual property rules could disrupt these activities, raising costs and reducing employment, Hafizur Rahman said. He also pointed to the widespread use of copied foreign books and software, practices that remain common even in countries like India.

"The biggest problem is that once intellectual property concessions are granted to one country, they must be extended to all countries," he said. "The impact of these conditions in the Japan agreement will be felt across all sectors."

Former Bangladesh Trade and Tariff Commission member Mostafa Abid Khan, who was also part of the EPA negotiation team, said signing the PCT would obligate Bangladesh to grant patents even if its LDC graduation is delayed.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman, however, played down fears over intellectual property provisions in services, saying there was "no reason for Bangladesh to be alarmed" about IP-related conditions in that area.

Restrictions on subsidies and e-commerce

The agreement bars Bangladesh from providing subsidies in transportation, logistics and computer services, including freelancing.

Hafizur said withdrawing subsidies would allow Japanese firms, with far greater capacity, to dominate logistics and transport projects at the expense of local companies.

Abid said he had opposed including the subsidy chapter during early negotiations, warning that Bangladesh would incur losses if it could not support logistics and transport development.

The agreement also prevents Bangladesh from imposing tariffs on Japanese goods imported through e-commerce and includes conditions on cross-border data transfers, an area where Bangladesh currently lacks adequate regulatory and technical capacity.

Garments, cars, leather, agriculture

In garments, Japan will continue to grant duty-free access for Bangladeshi exports, but Bangladesh has offered reciprocal duty-free treatment for Japanese garments, accessories and cotton. Hafizur and Abid cautioned that this could affect the local textile sector, as Bangladesh has begun producing higher-end fabrics in certain segments.

The EPA mandates the complete elimination of all import-related duties on Japanese vehicles over 12 years, including customs duty, supplementary duty and regulatory duty. If combined duties currently stand at around 120%, they would need to be reduced by 10 percentage points annually from the next fiscal year, potentially eroding government revenue.

Despite strong lobbying, Japan did not offer zero tariffs on Bangladeshi leather products, deferring the issue to future negotiations. Japan also did not grant duty-free access for all agricultural products.

Business voices stress capacity building

Syed Ershad Ahmed, president of the American Chamber of Commerce in Bangladesh, said, "We aren't focusing on reducing logistics cost and making those services competitive. We aren't taking adequate steps to develop skills and make our workforce more productive."

He also referred to Bangladesh's limited capacity to diversify export basket and little progress in research and innovations to cater to transforming global demands. "How many commodities do we really have to export? Are we doing enough R&D and innovations to diversify and expand?" he asked.

Regulatory bottlenecks and customs hassles also stand in the way, he pointed out, demanding full automation of customs clearance for raw material imports and enhancement of cargo handling capacity at Chattogram Port to reduce export lead time.

Cutting corruption, ensuring public order and meeting energy demand also remain crucial for investment. "Otherwise only signing of EPA or FTA won't bring any results," he said.

বাণিজ্য তথ্য কে